জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

চারু ও কারুকলা

প্রথম শ্রেণি

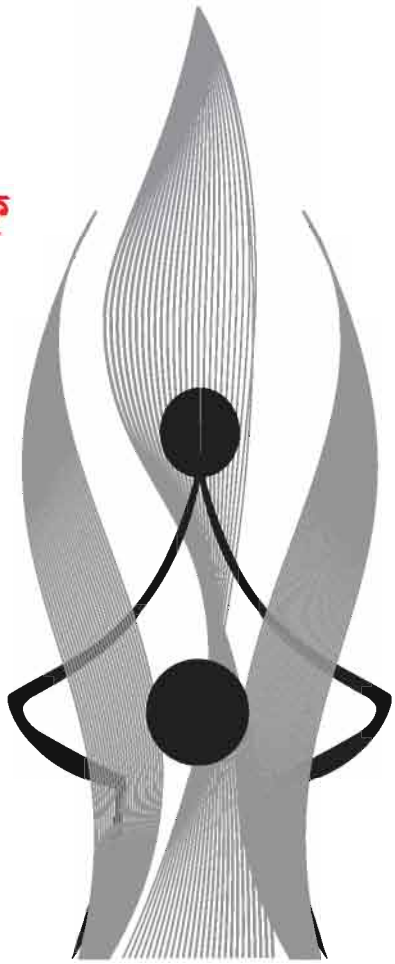

লেখক ও সম্পাদক

মোস্তফা মনোয়ার
হাশেম খান
রবিউল ইসলাম
জাকির হোসেন ফকির

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ছবি ও অন্যান্য নকশা
মোঃ রবিউল ইসলাম
জাকির হোসেন ফকির

আলোকচিত্র
মোঃ রবিউল ইসলাম

সমন্বয়কারী
ড. নাছিমা বেগম

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে **চারু ও কারুকলা** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। কাজেই প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সৃজনশীলতা ও নান্দনিক বিকাশ এবং সুস্থ দেহ-মন গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। চারু ও কারুকলার শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকার প্রতিটি পাঠে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, পরিকল্পিত কাজ, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশনায় বর্ণিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিশুদের সুযোগ করে দিলে শিশুরা অনেক সুন্দর কাজ এমনকি সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারে। তাদের মেধা থাকে সুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত। শিশুদের ছবি আঁকতে দিলেই তা সহজেই বোঝা যায়। কখনো কখনো স্বভাবগতভাবে তা বিকশিত হলেও এর সঠিক চর্চা যথাযথ এবং অনুপ্রেরণার অভাবে বিকাশলাভ হয় না। শিশু যদি তার পরিবার থেকে সৃষ্টিশীল কাজে (ছবি আঁকা, গান গাওয়া, আবৃত্তি, খেলাধূলা) চর্চার সুযোগ এবং অনুপ্রেরণা পায় তাহলে তার প্রতিভা বিকাশের পথ সহজতর হয়। পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। অনেক বিষয়ে শিখতে শিশু আগ্রহী হয়। তার মেধা বেড়ে যায়। শিশু হয়ে ওঠে বুদ্ধিমান, সৃষ্টিশীল ও পরিমিতিবোধ সম্পন্ন।

শিশুদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চারু ও কারু কলা বিষয়ে শিক্ষাদানের সহায়ক হিসেবে এই শিক্ষক নির্দেশিকা রচিত হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি শিশুদের কাছে সরাসরি না পৌঁছালেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এটি অনুসরণ করে নিজের বিচার বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদেরকে শিক্ষাদান করবেন। চারু ও কারু কলা বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অপ্রতুলতা থাকলেও এই বিষয়ে পাঠদানকারী নির্দিষ্ট শিক্ষক নির্দেশিকাটি যদি অনুসরণ করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তাহলেও শিশুদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সক্ষম হবেন। নির্দেশিকাতে বর্ণিত বিষয়াবলী এবং পদ্ধতিগত দিকসমূহ আত্মস্থ করার মাধ্যমে শিক্ষকগণ শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচিত হওয়ার পথকে মসৃণ এবং সুগম করতে সক্ষম হবেন। প্রাথমিক স্তরে চারু ও কারু কলা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তাই এই বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ শিশুদের উপযোগী আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিশুদের ছবি আঁকার সময় প্রশংসাসুলভ বাক্য প্রয়োগ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করবেন। শিশুর মনে যেন কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। ভবিষ্যতে চারুকলা বিষয়ে লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞানসহ অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য চারু ও কারুকলার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং শিশুদেরকে এই পাঠে উৎসাহী ও মনোযোগী করে তুলবেন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন, বাড়ির কাজ এবং শ্রেণি পরীক্ষা নম্বর ৪০% এবং সাময়িক পরীক্ষায় নম্বর ৬০% করে নির্ধারণ করতে হবে।। তার ফলে শিশু এবং অভিভাবকদের মাঝে এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ এবং গুরুত্বের সৃষ্টি হবে। শিশুর কল্পনা শক্তি, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমিতিবোধ তাকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ, দক্ষ এবং সৃষ্টিশীল মানুষে পরিণত করবে। **শ্রেণিতে ও বাড়িতে আঁকা ছবির জন্য এবং অন্যান্য কারুশিল্পের জন্য অবশ্যই শ্রেণি শিক্ষক প্রতিটি কাজের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর ধরে শিশুকে নম্বর দেবেন। এই নম্বর শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একীভূত করে শ্রেণির শেষ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফল নির্ধারণ করে দিতে হবে।**

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের ছবি আঁকা এই শিক্ষক নির্দেশিকার মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। অন্য কোনো বই, গাইড বই ইত্যাদি শিশুদের হাতে দেওয়া যাবে না। শিশু তাঁর ইচ্ছেমতোই ছবি আঁকবে। শিক্ষক শুধু নির্দেশিকা অনুযায়ী শিশুদের মানসিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে ছবি আঁকায় সহযোগিতা করে যাবেন। শিক্ষক কোনো কারণেই শিশুর আঁকার কাগজে ছবি আঁকা দেখাতে যাবেন না। শিশুর ছবিতে হাত দেবেন না। ছবি আঁকার রঙ, তুলি, কাগজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবসময় তার হাতের কাছে রাখতে সাহায্য করবেন।

শিশুকে কখনোই বলা যাবে না যে, তোমার আঁকা ভালো হয়নি কিংবা সুন্দর হয়নি। আরও সুন্দর করে আঁকো। অর্থাৎ নেতিবাচক কথাবার্তা শিশুর সঙ্গে বলা যাবে না। বরং বলতে হবে সে ভালো আঁকে, আরো বেশি বেশি রঙ লাগাও। নিজে নিজে আঁকলেই সেই ছবি সুন্দর হয় ইত্যাদি প্রশংসামূলক কথা বলে শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে।

জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষ কালি-তুলি

জয়নুল আবেদিন বিদ্রোহী গরু জল রঙ

কামরুল হাসান তিনকন্যা তেল রঙ

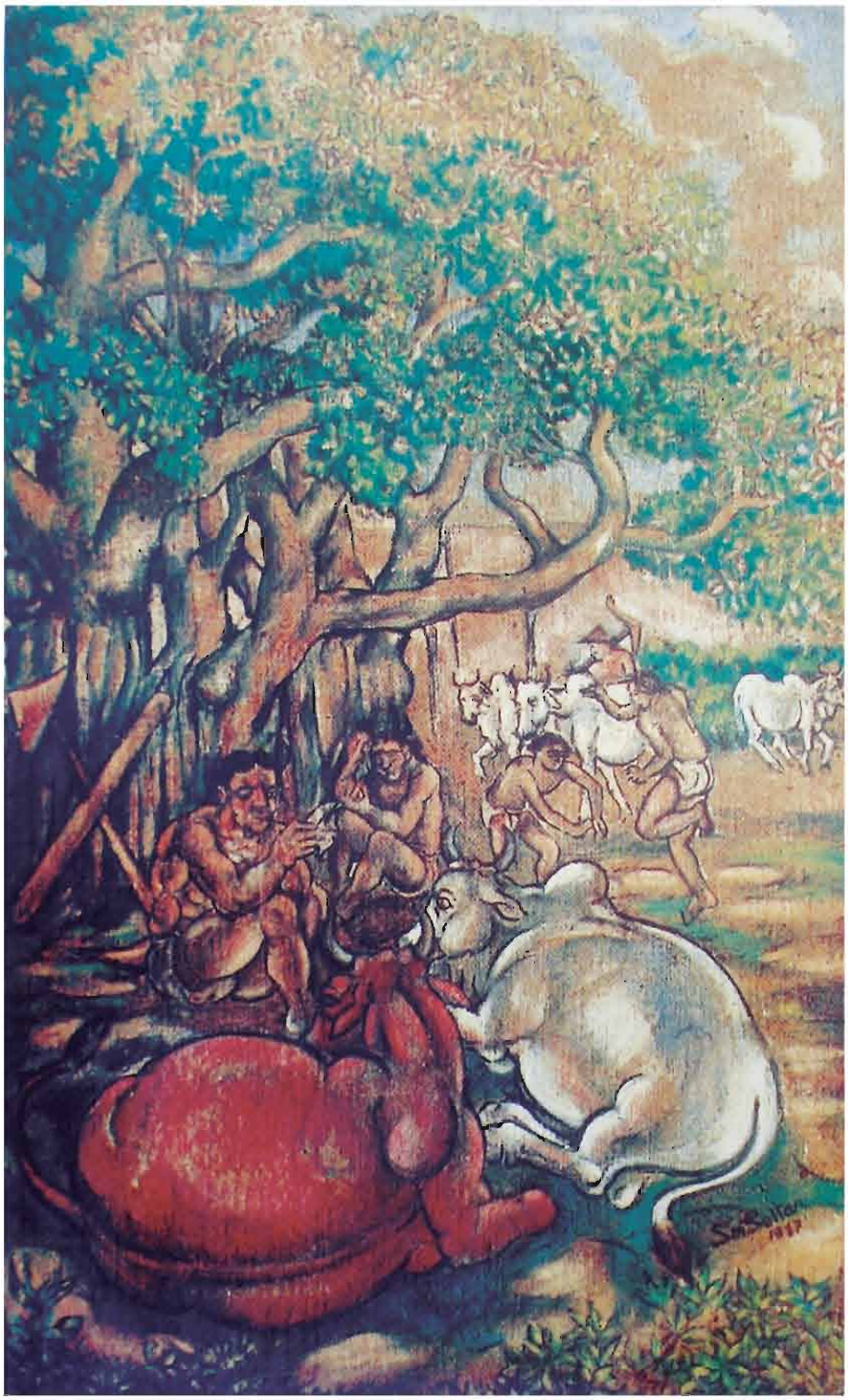

এস এম সুলতান অবসর-সময়ে তেল রঙ

সফিউদ্দিন আহমেদ মাছ ধরার জাল এচিং এ্যাকুয়াটিন্ট

মোহাম্মদ কিবরিয়া স্বাধীনতা তেল রঙ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১. প্রথম অধ্যায়	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	১-৪
২. দ্বিতীয় অধ্যায়	খেয়াল খুশি মতো ছবি আঁকা	৫-৮
৩. তৃতীয় অধ্যায়	অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	৯-১৪
৪. চতুর্থ অধ্যায়	বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	১৫-২১
৫. পঞ্চম অধ্যায়	রেখাচিত্র অঙ্কন	২২-২৫
৬. ষষ্ঠ অধ্যায়	মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রঙ করা	২৬-২৯
৭. সপ্তম অধ্যায়	অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	৩০-৩৩
৮. অষ্টম অধ্যায়	কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	৩৪-৩৮
৯. নবম অধ্যায়	রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	৩৯-৪৩
১০. দশম অধ্যায়	পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা	৪৪-৪৭

প্রথম শ্রেণি

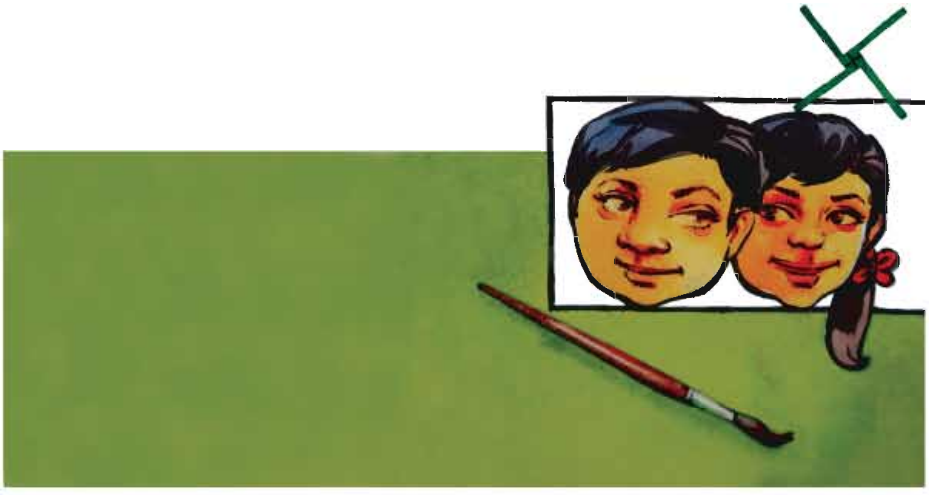

প্রথম অধ্যায়

ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, রঙ, কালার প্যালেট ও তুলির সাথে পরিচিত হবে।

শিখন ফল

১.১.১ ছবি আঁকার কাগজ, যেমন—সাধারণ সাদা কাগজ, অফসেট পেপার, কার্টিজ পেপার ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.২ ছবি আঁকার উপযোগী পেন্সিল যেমন—2B, 3B ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.৩ ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার রঙ যেমন—রঙিন পেন্সিল, মোম প্যাস্টেল, চক প্যাস্টেল, মার্কার কলম ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.৪ জলরঙে ছবি আঁকার বিভিন্ন মাপের তুলি যেমন—২, ৪, ৬ নং তুলি ইত্যাদি চিনতে পারবে।

পাঠ বিভাজ– ২টি পাঠ

পাঠ—১

শিক্ষক যথাসাধ্য সহজ উপায়ে শিশুদেরকে ছবি আঁকার উপকরণগুলো চিনতে সাহায্য করবেন। এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে ছবি আঁকার বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও পেন্সিল দেখাবেন এবং তাদের হাতে দিয়ে নেড়ে-চেড়ে পরখ করতে দেবেন। খেলাচ্ছলে এই উপকরণগুলোর মাধ্যমে লিখে বা এঁকে সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে বোঝাবেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি আনন্দদায়ক উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুদেরকে ছবি আঁকার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করবেন।

শিখন ফল

১.১.১ ছবি আঁকার কাগজ যেমন—সাধারণ সাদা কাগজ, অফসেট পেপার, কার্টিজ পেপার ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.২ ছবি আঁকার উপযোগী পেন্সিল যেমন—2B, 3B, 4B, 6B ইত্যাদি চিনতে পারবে।

উপকরণ

ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও পেন্সিল।

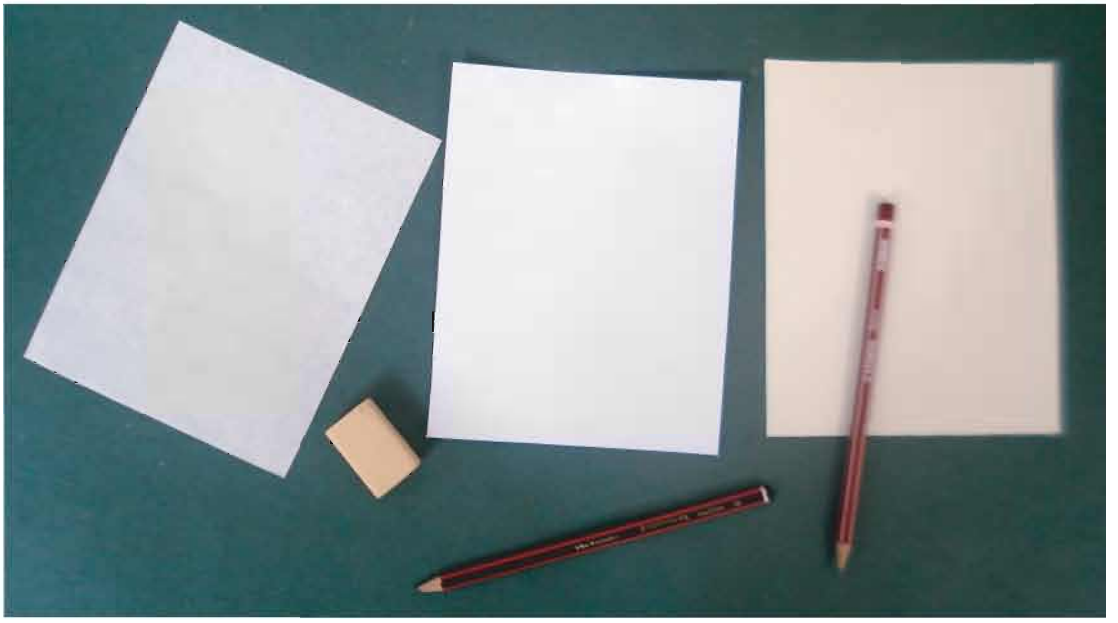

বিষয়বস্তু

১.১.১ ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ সম্পর্কে জানা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও পেন্সিলের সঙ্গে পরিচিত করবেন। শিশুরা উপকরণের নাম জানার পাশাপাশি সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা যেন পায় সে বিষয়ে শিক্ষক সচেষ্ট হবেন। বিভিন্ন কাগজ ও পেন্সিলের ভিন্নতা অর্থাৎ কোন পেন্সিলে দাগ গাঢ় বা হালকা হয় সে সম্পর্কে শিশুদেরকে অবহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদেরকে ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার সহজলভ্য কাগজ ব্যবহার করা, কাগজের যে দিকটা তুলনামূলক খসখসে সে দিকে ছবি আঁকার জন্য নির্দেশ প্রদান।

ছবি আঁকার উপযুক্ত তুলনামূলক নরম পেন্সিল চিনতে সাহায্য করাসহ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

মূল্যায়ন

এই পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা কাগজ, রঙ এবং পেন্সিল সম্পর্কে কতটুকু ধারণা পেল বা বুঝতে পারলো সেটা পরখ করবেন এবং কোনো শিশু সম্পূর্ণ ধারণা না পেয়ে থাকলে শিক্ষক অতিরিক্ত সময় দিয়ে তাদের শিখতে সহায়তা করবেন।

পাঠ—২

উপকরণ বিষয়ে জানার ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী পাঠের মাধ্যমে শেখানো উপকরণগুলো শিশুদের কতটুকু মনে আছে সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। নতুন করে এই পাঠে শিশুদেরকে ছবি আঁকার উপযোগী রঙ, পেন্সিল, জল রঙ ও রঙ গোলাবার প্যালেট এবং মোটা ও সরু মাপের তুলি সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

শিখন ফল

১.১.৩ ছবি আঁকার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার রঙ যেমন—রঙিন পেন্সিল, অয়েল প্যাস্টেল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল, জল রঙ ইত্যাদি চিনতে পারবে।

১.১.৪ বিভিন্ন মাপের জল রঙের উপযোগী তুলি যেমন—২, ৪, ৬ নম্বর ইত্যাদি চিনতে পারবে।

উপকরণ

বিভিন্ন প্রকার রঙ পেন্সিল, জল রঙ, রঙের প্যালেট, তুলি।

বিষয়বস্তু

ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ সম্পর্কে জানা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রকার রঙ পেন্সিল ও জল রঙের সাথে পরিচিত করবেন। জল রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী উপকরণ যেমন—রঙের প্যালেট, তুলি, পানির পাত্র ইত্যাদি দেখাবেন এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা যেমন—কোন কাগজের উপর কোন রঙের মাধ্যমে ছবি আঁকতে হয় এবং জল রঙ ব্যবহারের সময় রঙে পরিমাণমত পানির ব্যবহারের বিশদ ধারণা দেবেন। প্রয়োজনে এই পাঠদানকে আরও বেশি আনন্দময় করে তোলার জন্য উপকরণগুলো ব্যবহার করে ছবি এঁকে দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিভিন্ন প্রকার রঙ ও রঙের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান। শিশুদেরকে বাড়িতে এই উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ছবি আঁকতে এবং পরবর্তী ক্লাসে উপকরণ নিয়ে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

জল রঙ করার উপযুক্ত বিভিন্ন মাপের তুলি সম্পর্কে এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

মূল্যায়ন

শিশুদেরকে দেখানো উপকরণগুলোর নাম এবং ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠদান শিশুদেরকে কতটুকু আকৃষ্ট করেছে, আনন্দ দিয়েছে এবং মনে রাখতে পারছে তা শিক্ষক বিশেষভাবে যাচাই করবেন। এই পাঠদানে কোনো শিশু পরিপূর্ণ ধারণা না পেয়ে থাকলে তাকে আরও বেশি সময় দিয়ে আন্তরিকতার সাথে বোঝাতে সচেষ্ট হবেন। শিশুর সঙ্গে ছবি আঁকার গল্প করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খেয়াল খুশিমতো ছবি আঁকা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ শিশু তার ইচ্ছেমত ছবি আঁকবে, শিশুর কল্পনায়, চিন্তায় সে যা ভাবে তা খেলার আনন্দ নিয়ে আঁকবে।

শিখন ফল

২.১.১. শিশু তার ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে, শিশুর কল্পনায়, চিন্তায় সে যা ভাবে, তা খেলার আনন্দ নিয়ে আঁকতে পারবে।

২.১.২ শিশু তার কল্পনাশক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজন— ২টি পাঠ

পাঠ—১

শিশুদের মনের নিজস্ব জগৎ রয়েছে, সে যা ভাবে বা কল্পনা করে তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে চায়। তাই এই অধ্যায়ে শিশুর উপর কোনো বিষয়, মাধ্যম বা কৌশল চাপিয়ে না দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে ছবি আঁকতে দেওয়া হবে। এই পাঠে শিশু তার ইচ্ছেমতো বা পছন্দের যে কোনো ফুল পাতা আঁকবে।

শিখনফল

২.১.১ শিশু তার ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে পারবে।

উপকরণ

কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, রঙ পেন্সিল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল।

বিষয় বস্তু

২.১.১ শিশুর দেখা বা কল্পনার যে কোনো ফুল ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে তাদের ইচ্ছেমতো যে কোনো ফুল আঁকতে উৎসাহিত করবেন । তবে কোন ধরনের ফুল আঁকতে হবে বা রঙ করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক কোনো প্রকার সরাসরি মন্তব্য না করে তাকে স্বাধীনভাবে আঁকতে দেবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদের খেলাচ্ছলে ফুলের ছবি আঁকার বিষয়ে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন এবং সাহায্য করবেন । শিশু কোন ফুল পছন্দ করে, সেগুলোর রঙ কি? ইত্যাদি গল্প করে তাকে ফুলের ছবি আঁকায় উৎসাহিত করবেন ।

মূল্যায়ন

শিশুরা স্বাচ্ছন্দে তাদের পছন্দ মতো ফুলের ছবি আঁকতে পারছে কিনা এবং ইচ্ছেমতো রঙ দিতে পারছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। কোনো শিশু এই বিষয়ে তুলনামূলক পিছিয়ে থাকলে তাকে ছবি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ দেবেন।

পাঠ—২

এই পাঠেও শিশুরা স্বাধীনভাবে ফলের ছবি আঁকবে। শিশুরা তাদের দেখা কল্পনার যে কোনো পছন্দের ফল আঁকবে এবং রঙ করবে।

শিখন ফল

২.১.২ শিশু তার জানার জগতকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে।

উপকরণ

কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, রঙ পেন্সিল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল, চক বা মোম প্যাস্টেল ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

২.১.১ শিশুর পছন্দের যে কোনো ফল ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা তাদের পছন্দের যে কোনো ফল ইচ্ছেমতো আঁকবে এবং রঙ করবে । সম্পূর্ণ বিষয়টি শিশুরা যেন মুক্ত হস্তে আঁকতে পারে সে জন্য প্রয়োজনে শিক্ষক গল্পের ছলে শিশুদের বিভিন্ন ফলের আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান বা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন । রঙ করার বিষয়ে কোনো প্রকার যৌক্তিকতা বা বাধ্যবাধকতা না রেখে ইচ্ছেমতো রঙ করতে উৎসাহিত করবেন । শিশুদের বাস্তব জ্ঞানের পাশাপাশি কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে শিক্ষকগণ যত্নশীল থাকবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদের বিষয় নির্বাচনে তাদের সাথে গল্পের ছলে তার মনের ইচ্ছে সম্পর্কে যেনে নিয়ে প্রয়োজনে ছবি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সাহায্য করবেন ।

মূল্যায়ন

শিশু তার বাস্তবজ্ঞান ও কল্পনা শক্তি কতটুকু প্রকাশ করতে পারছে সে বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যবেক্ষণ করবেন । কোনো বিষয়ে শিশুরা যেন চাপ অনুভব না করে সে দিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন । একই মানদ- সকল শিশুকে বিবেচনা না করে শিশুর মানসিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বিবেচনা করে ছবি আঁকার প্রতি আকৃষ্ট বা উৎসাহিত করবেন ।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা কিছু দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছেমতো আঁকবে।

শিখন ফল

৩.১.১ শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারবে।

৩.১.২ ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশু তার পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজন- ৩টি পাঠ

পাঠ–১

এই পর্যায়ে শিশুরা তার নিকটস্থ ঘরবাড়ি, গাছ-পালা, ফুল, পাখি, নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের মতো উপস্থাপন করে ছবি আঁকবে এবং রঙ করবে।

শিখন ফল

৩.১.১ ছবি আঁকায় শিশু তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ

কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, রঙ পেন্সিল, মোম প্যাস্টেল বা চক প্যাস্টেল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল।

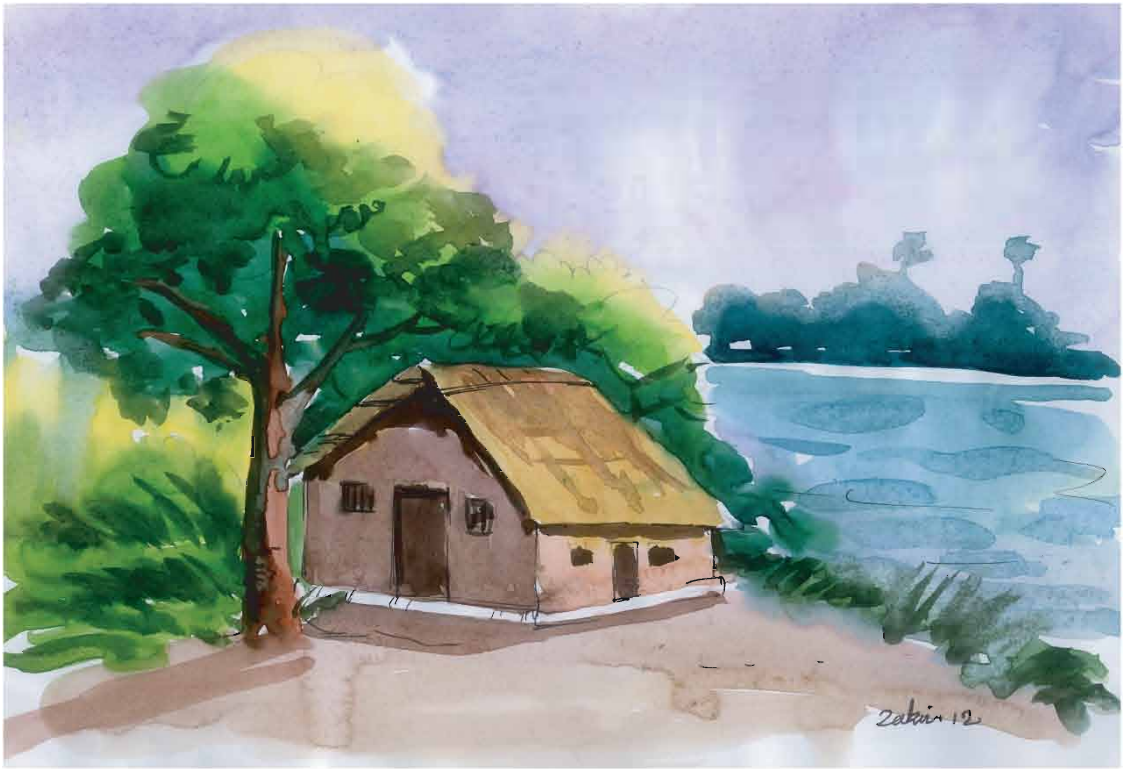

বিষয় বস্তু

৩.১.১ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ফুল-পাখি, নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশুরা তার দৈনন্দিন দেখা নিকটস্থ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকবে এবং রঙ করবে । শিশুরা তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে যেন প্রকাশ করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করবেন ।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিশুদের ছবি আঁকার মাধ্যমে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজনে তাদের সাথে বিভিন্ন প্রকার গল্পের মাধ্যমে তাদের চিন্তা চেতনাকে আরও বেশি উৎজীবিত করতে সাহায্য করবেন।

পাঠ-২

শিশু ছবি আঁকার মাধ্যমে তার নিজস্ব পরিবেশের গ-ির বাইরে দেখা প্রকৃতি ও পরিবেশের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবে।

শিখন ফল

৩.১.১ শিশু নিজস্ব গ- পেরিয়ে পারিপার্শ্বিক বিষয় যেমন—মাঠ, নদী, নৌকা, মানুষ ও পশু-পাখি বা শহর ও গ্রাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিজের মতো করে ছবি আঁকতে এবং রঙ করতে পারবে।

উপকরণ

কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, গ্লাস মার্কার পেন্সিল, মোম বা চক প্যাস্টেল।

বিষয়বস্তু

৩.১.১ মাঠ-নদী, নৌকা, মানুষ, পশু-পাখি ও শহর, বন্দর, গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্য ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে গল্পের ছলে তার দেখা পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবেন এবং সেই সব অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে রঙের মাধ্যমে ইচ্ছেমতো ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে তার একেবারে নিজস্ব পরিবেশের বাইরের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকতে দেবেন । শিশুরা যেন তার অভিজ্ঞতাকে ছবির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে সেই বিষয়ে শিক্ষক উৎসাহ প্রদান করবেন । প্রয়োজনে পূর্বে অঙ্কিত শিশুদেরই কিছু সুন্দর ছবি দেখাতে পারেন ।

মূল্যায়ন

শিশুরা তার পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে ছবি আঁকতে পারছে কিনা শিক্ষক লক্ষ রাখবেন । যেসব শিশুরা তাদের মনের ভাব প্রকাশে তুলনামূলক দুর্বল তাদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়ে নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করবেন । ছবি আঁকায় আনন্দের পরিবেশ তৈরি করবেন ।

পাঠ-৩

শিশুরা বেড়াতে গিয়ে দেখা এবং মনে রাখার জন্য বিশেষ কোনো দৃশ্য, খেলা, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছবি আঁকবে এবং রঙ করবে ।

শিখন ফল

৩.১.২ ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশু তার পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে ।

উপকরণ

কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, মোম প্যাস্টেল ইত্যাদি ।

বিষয়বস্তু

৩.১.১ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, মাঠ-নদী, ফুল, পাখি, নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন, মনে রাখার মতো বিশেষ দৃশ্য, খেলা ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা তাদের নানা বাড়ি, দাদা বাড়ি, কিম্বা অন্যান্য যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং যেসব দৃশ্য, পরিবেশ, খেলা ইত্যাদি তার ভালো লাগবে বা স্মৃতিতে থাকবে সেই সব বিষয় নিয়ে তারা ছবি আঁকবে এবং রঙ করবে ।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা যেন তাদের স্মৃতি থেকে ভালো লাগা বিষয়বস্তুর উপর ছবি আঁকতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষকরা উৎসাহিত করবেন। শিশুর কল্পনার জগৎকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার গল্প বলা ও বেড়াতে যাওয়ায় উৎসাহিত করা এবং অচেনা জিনিস চিনতে সাহায্য করতে হবে। বিভিন্ন পরিবেশ ও জগৎকে পরিচিত করার উপযোগী গল্পের উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের মনের জানালা উন্মোচন করবেন। শিশুরা কি দেখেছে—কি এঁকেছে—তা শিশুকে গল্প করে ব্যক্ত করার সুযোগ দেবেন।

মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে শিশুর আঁকা ছবিতে তার মনের ভাব কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে সে বিষয়ে শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। কোন শিশু তার ভালো লাগার কথা মুখে অথবা ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে তুলনামূলকভাবে ব্যর্থ হলে বিশেষ যত্নের সাথে শিশুকে যতটুকু সম্ভব সহজ করে দিতে হবে এবং গল্পের ছলে উদ্দীপনা যোগাতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ণমালা লেখা / সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ বোর্ড/ খাতায় বাংলা স্বরবর্ণের অক্ষরগুলো বড় করে লেখা।

শিখনফল

৪.১.১ বর্ণমালা শুদ্ধভাবে চর্চা করতে পারবে।

৪.১.২ সুন্দর হাতের লেখার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুশৃঙ্খল ও পরিশীলিত হতে শিখবে।

পাঠ বিভাজন- ৪টি পাঠ

পাঠ–১

শিশুরা সুন্দর ও সঠিকভাবে বাংলা স্বরবর্ণ সাদা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে লেখার অভ্যাস করবে।

শিখনফল

৪.১.১ শিশুরা বাংলা স্বরবর্ণ লেখার সঠিক অনুপাত এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ, পেন্সিল, কলম, নরম মাটি বা বালু ও শক্ত কাঠি।

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ

বিষয়বস্তু

৪.১.১ বাংলা স্বরবর্ণ

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদেরকে সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণগুলো বড় বড় করে লিখতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে একই অক্ষর বারবার লিখতে বলবেন শিশুদের লেখা অক্ষরগুলোর মধ্যে কোনটা একটু সুন্দর, কিংবা বেশি সুন্দর হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং চিনতে শেখাবেন। এভাবে সব অক্ষর সঠিকভাবে লিখতে সহযোগিতা করবেন এবং উৎসাহ যোগাবেন। শিশুদেরকে আরও বেশি উৎসাহ যোগানোর জন্য শিক্ষক প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সমতল মাটি বা বালুতে শক্ত কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে বর্ণ লেখা শেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে খাতায় বাংলা স্বরবর্ণগুলো বড় বড় করে লিখতে সাহায্য করবেন। প্রয়োজনে ছাপা বর্ণগুলো শিশুদেরকে দেখাবেন এবং শিক্ষক নিজে স্বরবর্ণ লিখে দেখাবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা সাদা কাগজে বা খাতায় পেন্সিল দিয়ে বাংলা স্বরবর্ণ সঠিকভাবে লিখতে পারছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। এই পাঠের মাধ্যমে শিশুরা তাদের গতানুগতিক হাতের লেখাকে আরো সুন্দর করতে পারছে কিনা সেটা মূল্যায়ন করবেন। তুলনামূলক ভালো লেখা বেছে নিয়ে শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শন করবেন।

পাঠ–২

এই পাঠে শিশুরা সুন্দর ও সঠিকভাবে বাংলা স্বরবর্ণ সাদা বোর্ডের উপর মার্কার কলম দিয়ে লেখার অভ্যাস করবে।

শিখনফল

৪.১.১ শিশুরা খাতা বা কাগজের বাইরে বোর্ডে মার্কার কলম দিয়ে লেখা চর্চার মাধ্যমে শুদ্ধ করে বর্ণমালা লেখার পাশাপাশি তাদের হাতের এবং মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

উপকরণ

বোর্ড, মার্কার কলম।

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ

বিষয়বস্তু

৪.১.১ বাংলা স্বরবর্ণ

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পূর্বের পাঠে শিশুরা সাদা কাগজে বা খাতায় লেখা শিখেছে এই পাঠে শিশুরা বোর্ডে মার্কার কলম দিয়ে বড় বড় করে স্বরবর্ণ লেখার চর্চা করবে। সঠিক অনুপাতে সুন্দর করে স্বরবর্ণের অক্ষরগুলো লিখতে শিক্ষকগণ উৎসাহ যোগাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে বোর্ডে মার্কার কলম দিয়ে বাংলা স্বরবর্ণগুলো বড় বড় করে লিখতে সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ন

বোর্ডে মার্কার কলম দিয়ে লিখতে শিশুরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে কিনা এবং কাগজে লেখার মত বোর্ডেও তারা সঠিক ও সুন্দর করে লিখতে পারছে কিনা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। বোর্ডে লেখা চর্চার ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিশুর লজ্জাবোধ এবং জড়তা থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের লজ্জাবোধ কাটিয়ে উঠতে এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবেন।

পাঠ–৩

এই পাঠে শিশুরা বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণের পাশাপাশি ব্যঞ্জন বর্ণগুলো সুন্দর করে লিখতে শিখবে।

শিখনফল

৪.১.২ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সুন্দর করে লেখা শেখার মাধ্যমে শিশুরা সঠিক এবং সুন্দর করে যে কোনো লেখাকে পরিশীলিতভাবে উপস্থাপন করতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ, পেন্সিল, নরম মাটি বা বালু, শক্ত কাঠি।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল শ

বিষয়বস্তু

৪.১.১ বাংলা বর্ণমালা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা সাদা কাগজে বা খাতায় সুন্দর করে এবং সঠিক অনুপাতে স্বরবর্ণের পাশাপাশি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো বড় বড় করে লিখতে শিখবে। শিক্ষক শিশুদেরকে বাংলা বর্ণমালা সুন্দর করে লিখতে সহযোগিতা করবেন। সুন্দর কোনো হাতের লেখার নমুনা প্রদর্শন করে উৎসাহ যোগাবেন। পাশাপাশি বিষয়টিকে আরও বেশি আনন্দময় করার জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে সমতল মাটি বা বালুতে শক্ত কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে অক্ষর লিখতে শেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষকগণ শিশুদেরকে সাদা কাগজে পেন্সিলের মাধ্যমে বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে লেখাবেন। শিশুদের হাতের জড়তা কাটানোর জন্য প্রয়োজনে অক্ষরগুলো বারবার লিখতে বলবেন। তুলনামূলক গোলাকার বর্ণগুলো লেখার সময় যেন অক্ষরের ছন্দ পতন না ঘটে সেটার জন্য কাগজ বা খাতার সাথে হাতের স্পর্শ না রেখে—লিখতে বলবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণমালা লিখতে পারছে কিনা এবং কোনো প্রকার হাতের আড়ষ্টতা আছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। তুলনামূলক দুর্বল শিশুদের প্রতি বিশেষ সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর এবং সঠিক অনুপাতে বর্ণমালা লিখতে উৎসাহ যোগাবেন।

পাঠ–৪

এই পাঠে শিশুরা বোর্ডের উপর মার্কার কলম দিয়ে বাংলা বর্ণমালা সুন্দর ও সঠিকভাবে লেখা অভ্যাস করবে।

শিখনফল

৪.১.২ শিশুরা বোর্ডে সবার সামনে সুন্দর হাতের লেখা চর্চার মাধ্যমে নিজের জড়তা কাটাতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। শিশু নিজে নিজে লিখতে পারছে–এই বিশ্বাস তার ভবিষ্যতে কাজে মানসিক শক্তি যোগাবে।

উপকরণ

বোর্ড, মার্কার কলম

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল শ

বিষয়বস্তু

৪.১.১ বাংলা বর্ণমালা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশুরা বোর্ডের উপর মার্কার কলম দিয়ে বাংলা বর্ণমালা বড় বড় করে লেখার চর্চা করবে। শিক্ষক শিশুদেরকে সকলের সামনে বোর্ডের উপর লিখতে উৎসাহ ও সাহস সঞ্চার করবেন। শিশুরা যেন সম্পূর্ণ বিষয়টি আনন্দের সাথে সম্পন্ন করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বোর্ডের উপর বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর লিখে শিশুদের দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এবং সম্পূর্ণ পাঠটি আকর্ষনীয় করার জন্য বিভিন্ন রকম বড় বড় রঙিন অক্ষর শিশুদের সামনে প্রদর্শন করবেন। প্রয়োজনে শিশুদেরকে অক্ষরগুলো দিয়ে খেলাচ্ছলে সাজিয়ে বিভিন্ন রকম শব্দ তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করবেন।

মূল্যায়ন

এই পাঠে শিশুরা তাদের হাতের লেখা বা বর্ণমালা চর্চায় কতটুকু স্বার্থক হচ্ছে সেটা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। শিশুদের গতানুগতিক হাতের লেখার উন্নতি সাধন এবং পরিশীলিতবোধের উন্নয়ন ঘটছে কিনা সেটা লক্ষ রাখবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

রেখাচিত্র অঙ্কন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ শিশুদের রেখা অঙ্কনে হস্ত চালানোর অভ্যাস করানো।

শিখন ফল

৫.১.১ সোজা বাঁকা ও গোলাকার রেখা দিয়ে সাদা কাগজে ভরাট করে ইচ্ছেমত আঁকতে পারবে।

৫.১.২ আঁকার পর কত রকম ঘর হলো তা দেখবে এবং কয়টা ঘর হলো তা গুনবে।

৫.১.৩ আঁকা ঘরগুলোকে লাল, নীল, হলুদ বা ইচ্ছেমত রঙ দিয়ে ভরাট করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন– ২টি পাঠ

পাঠ–১

শিশুরা কাগজের উপর মুক্ত হস্তে বিভিন্ন রকম রেখা অঙ্কন করবে।

শিখনফল

৫.১.১ শিশুরা মুক্ত হস্তে বিভিন্ন রকম রেখা অঙ্কন করতে পারবে এবং রেখার মাধ্যমে সৃষ্ট আকৃতিগুলো শনাক্ত বা নির্ণয় করতে পারবে।

৫.১.২ আঁকার পর কত রকম ঘর হলো তা দেখবে ও গুনবে।

উপকরণ

কাগজ, পেন্সিল, কলম, রঙ পেন্সিল।

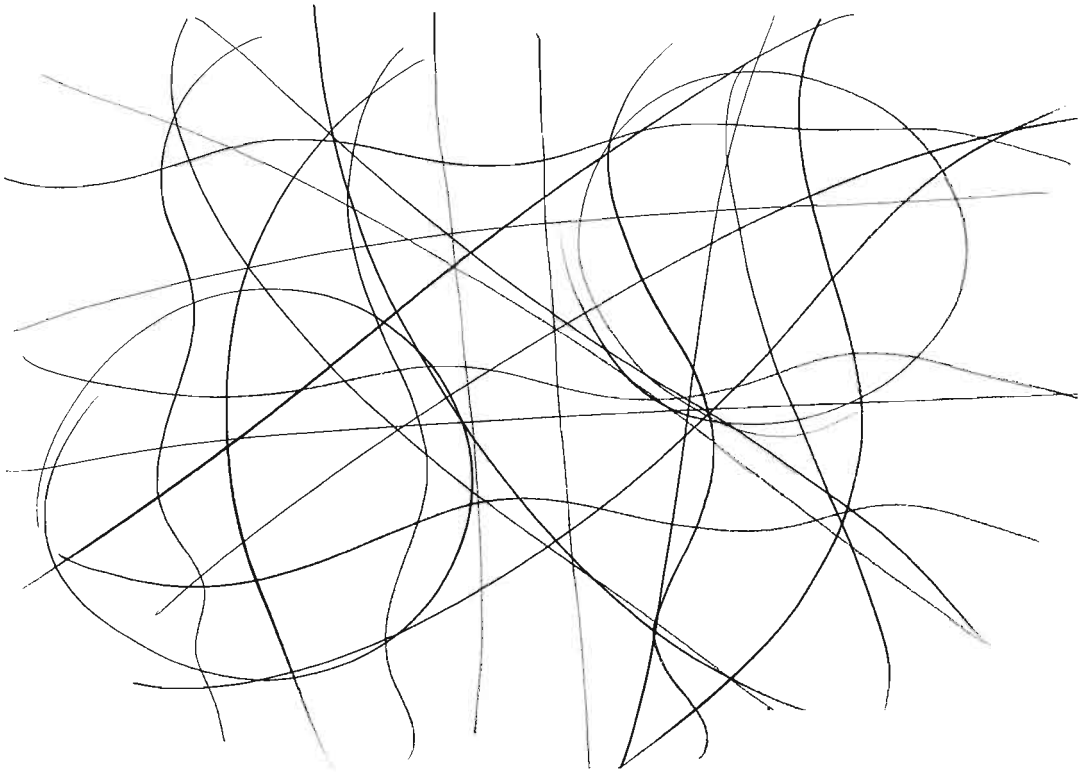

বিষয়বস্তু

৫.১.১ রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার নকশা অঙ্কন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশুরা এই পাঠে সাদা কাগজের উপর পেন্সিল অথবা রঙ পেন্সিল দিয়ে মুক্ত হস্তে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এবং বাম থেকে ডান বা ডান থেকে বাম পাশ পর্যন্ত সোজা, বাঁকা, গোলাকার ইত্যাদি বিভিন্ন রকম রেখা অঙ্কন করে কাগজটি ভরাট করবে।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে সাদা কাগজের উপর মুক্ত হস্তে সোজা, বাঁকা ও গোলাকার রেখা অঙ্কন করতে শেখাবেন। এইভবে রেখা অঙ্কন করে সম্পূর্ণ কাগজটি ভরাট করার জন্য নির্দেশনা দেবেন।

মূল্যায়ন

এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুরা কোনো মাধ্যম বা অবলম্বনের আশ্রয় না নিয়ে যেন মুক্ত হস্তে রেখা অঙ্কন করতে পারে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন শিশুরা যেন যথাযথভাবে কাজটি করে এবং কোনো প্রকার স্কেল অথবা গোলাকার কোনো অবলম্বনের আশ্রয় না নেয়। সম্পূর্ণ পাঠটি শিশুরা যেন আনন্দের সাথে চর্চা করতে পারে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখবেন।

পাঠ–২

রেখার মাধ্যমে সৃষ্ট নকশাগুলো ইচ্ছেমতো রঙ দিয়ে ভরাট করা শিখবে।

শিখনফল

৫.১.৩ সাদা কাগজে রেখার মাধ্যমে অঙ্কিত আকৃতি বা নকশাগুলো বিভিন্ন রঙ দিয়ে ভরাট করতে পারবে।

উপকরণ

কাগজ, পেন্সিল, মোম প্যাস্টেল।

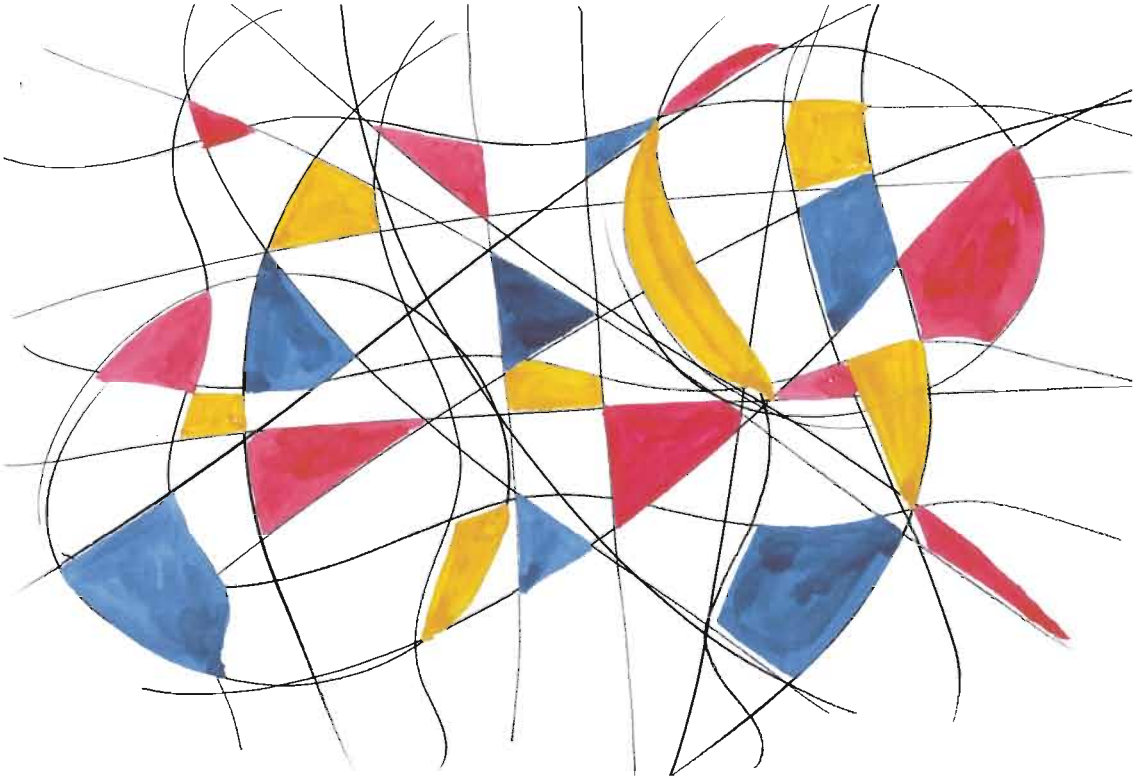

বিষয়বস্তু

৫.১.১ রেখা চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার নক্‌শা অঙ্কন ও রঙ করা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পূর্বের পাঠে শিশুদের অঙ্কিত এবং শনাক্তকৃত ঘরগুলো তাদের ইচ্ছেমত ভিন্ন ভিন্ন রঙ দিয়ে ভরাট করবে।

পরিকল্পিত কাজ

ইচ্ছেমত অঙ্কিত রেখাগুলোর মাধ্যমে যে ঘর তৈরি হবে শিক্ষক সে ঘর সম্পর্কে ধারণা দেবেন এবং শনাক্তকৃত ঘরগুলো বিভিন্ন রঙে ভরাট করতে সাহায্য করবেন। শিশুরা বাড়িতে যেন চর্চা করে এই বিষয়ে শিক্ষক উৎসাহ যোগাবেন।

মূল্যায়ন

শিশুরা যেন আনন্দের সাথে সম্পূর্ণ মুক্তহস্তে এই পাঠটি সম্পন্ন করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক সজাগ দৃষ্টি দেবেন। কোনো শিশু তুলনামূলক পিছিয়ে থাকলে তাকে অতিরিক্ত সময় দিয়ে পাঠ সম্পাদন করার সুযোগ দেবেন। শিশুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য শিশুদেরই করা অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ শ্রেণিকক্ষে সকলকে দেখাতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ মৌলিক রঙগুলো ভালো করে চিনবে এবং ব্যবহার করা শিখবে।

৬.২ মৌলিক দুইটি রঙ মিশিয়ে অন্য যে রঙগুলো হয় সেটা শিখবে।

শিখনফল

৬.১.১ মৌলিক রঙগুলো ভালো করে চিনবে এবং ব্যবহার করতে পারবে।

৬.১.২ মৌলিক দুইটি রঙ মিশিয়ে অন্য রঙ তৈরি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন-২ টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা মৌলিক রঙ সম্পর্কে শিখবে।

শিখনফল

৬.১.১ রঙ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে এবং মৌলিক রঙ কয়টি ও কি কি সেগুলো চিনবে ও শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ

জলরঙ, প্যাস্টেল রঙ, রঙিন ছবির বই, রঙিন কাগজ, রঙের চার্ট ইত্যাদি।

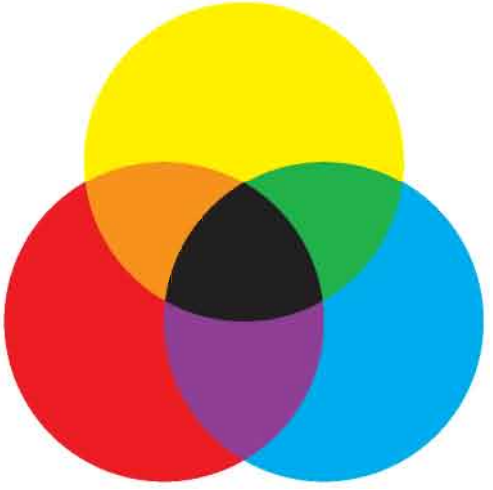

বিষয়বস্তু

৬.১.১ লাল, নীল, হলুদ রঙ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদেরকে প্রকৃতি অর্থাৎ ফুল, গাছ, মাঠ, নদী, আকাশ প্রভৃতি থেকে রঙ বা বর্ণ চিনতে সাহায্য করবেন। এমনকি তাদের পোশাক থেকেও রঙ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। এইভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে শেখা রঙের সাথে তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার রঙের সাথে সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পেতে উৎসাহ যোগাবেন। শিশুদেরকে শনাক্তকৃত রঙগুলোর নাম সম্বন্ধে ধারণা দেবেন। পাশপাশি কোন কোন রঙকে মৌলিক রঙ বলা হয় এবং কে বলা হয় সে বিষয়ে গল্পের ছলে আনন্দদায়ক উপস্থাপনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবেন। সাদা কাগজের উপর বিভিন্ন রঙ দিয়ে ভরাট করে বা ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাগজ কেটে সাজিয়ে শিক্ষক এই পাঠকে শিশুদের জন্য যথাসাধ্য সহজবোধ্য করে তুলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

এই পাঠের জন্য শিক্ষক শিশুদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতি থেকে রঙ চেনাবেন। পাশাপাশি শিশুদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুল সংগ্রহ করে সেগুলোর রঙ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। সকল রঙের সৃষ্টি মৌলিক ৩টি রঙ অর্থাৎ—লাল, নীল, হলুদ এর মিশ্রণে হয় সেই বিষয়ে শিশুদেরকে ধারণা প্রদান করবেন।

মূল্যায়ন

এই পাঠের মাধ্যমে শিশুরা কতটুকু অর্জন করতে পারছে অর্থাৎ সব রঙগুলো ঠিকমত চিনতে পারছে কিনা, মৌলিক রঙ শনাক্ত করতে পারছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। রঙের নাম মনে রাখতে গিয়ে শিশুদের মাঝে যেন মুখস্ত ভীতি না জন্মায় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

পাঠ–২

দুইটি মৌলিক রঙ মিশালে ভিন্ন আরেকটি রঙ তৈরি হয় সে বিষয়ে শিশুরা শিক্ষা লাভ করবে।

শিখনফল

৬.১.২ শিশুরা দুইটি মৌলিক রঙ মিশিয়ে ভিন্ন আরেকটি রঙ তৈরি করতে পারবে এবং ছবি আঁকার সময়ে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী মিশ্রিত রঙ ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ

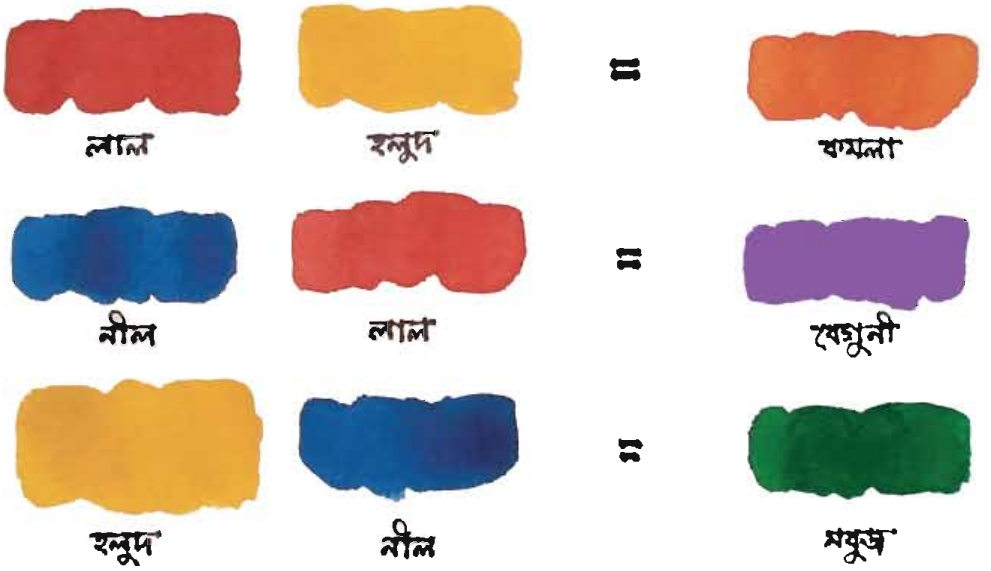

বিষয়বস্তু

৬.১.২ একাধিক মৌলিক রঙের মিশ্রণে অন্যান্য রঙ তৈরি ও ছবি আঁকায় প্রয়োগ করা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদেরকে যে কোন দুইটি মৌলিক রঙ নিতে বলবেন। তবে মিশ্রণের সুবিধার্থে অবশ্যই জল রঙ ব্যবহার করতে বলবেন। তারপর পরিষ্কার পানিতে তুলি ভিজিয়ে নিয়ে সাদা কালার প্যালেটের উপর প্রথমে একটি মৌলিক রঙ নিতে বলবেন এবং পুনোরায় পরিষ্কার পানিতে তুলি ধুয়ে নিয়ে ভিন্ন আরেকটি মৌলিক রঙ নিতে বলবেন। তারপর দুইরঙ একসাথে তুলি দিয়ে মেশাতে বলবেন। সকলের সামনে ঘটবে এক চমকপ্রদ ঘটনা। যে দুইটি মৌলিক রঙ মেশানো হয়েছিল সেটা পরিবর্তিত হয়ে অন্য আরেকটি রঙের সৃষ্টি হবে। সম্পূর্ণ বিষয়টি শিশুর মনে আলোড়ন ও আনন্দ সৃষ্টি করবে। শিশুরা নতুন কিছু সৃষ্টির উল্লাসে আত্মবিশ্বাসী হবে। এভাবে শিক্ষক শিশুদেরকে ৩টি মৌলিক রঙ-এর একটির সাথে অন্যটি মিশিয়ে ভিন্ন রঙ তৈরি করতে উৎসাহ দেবেন এবং নতুন রঙের নাম ও পরিবেশের রঙের সাথে সাদৃশ্য খুঁজতে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

মৌলিক রঙগুলো মিশ্রণের মাধ্যমে সৃষ্ট রঙ দিয়ে শিশুদেরকে ছবি আঁকতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। প্রকৃতির বিভিন্ন রঙ যেমন—একটি ফুল দেখিয়ে সেটিতে কোন কোন রঙের মিশ্রণ আছে তা জানতে চাইবেন।

মূল্যায়ন

মৌলিক রঙের মিশ্রণ পাঠটি শিশুরা কতটুকু উপভোগ করেছে এবং রঙ মিশ্রণ ও ব্যবহার সম্পর্কে কতটুকু বুঝতে পেরেছে সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবেন।

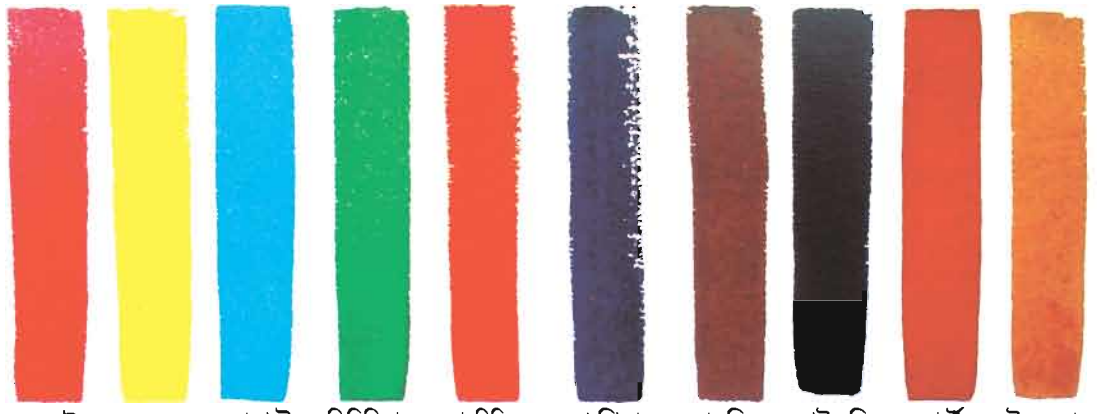

কারমাইন | লেমন ইয়েলো | কোবাল্ট ব্লু | ভিরিডিয়ান | ভারমিলিয়ন | প্রুশিয়ান ব্লু | ভ্যানডিক ব্রাউন | আইভরি ব্লাক | বার্ন্ট সাইনা | ইয়েলো অকার

সপ্তম অধ্যায়

অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ ছবি আঁকার পরিচিত উপকরণ ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচয় ।

শিখনফল

৭.১.১ ছবি আঁকার প্রচলিত উপকরণের পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে শিল্পকর্ম তৈরির দক্ষতা অর্জন করবে ।

পাঠ বিভাজন- ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা রঙ, তুলি, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি দিয়ে ছবি আঁকার পাশাপাশি অন্যান্য যে সকল উপকরণ দিয়ে শিল্পকর্ম করা যায় সে সব উপকরণের সাথে পরিচিত হবে এবং কোন উপকরণের মাধ্যমে কোন ধরণের শিল্পকর্ম করা যায় সেই ধারণা অর্জন করবে ।

শিখনফল

৭.১.১ প্রচলিত উপকরণের ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে সৃষ্টিশীল কাজে নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটাতে পারবে ।

উপকরণ

কাদা-মাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ইত্যাদি ।

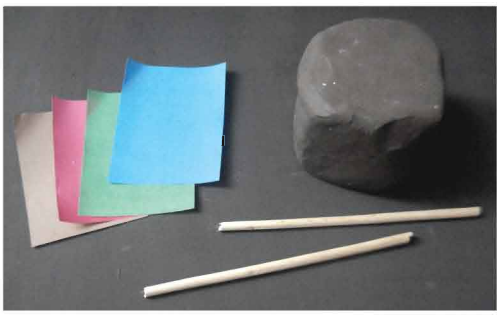

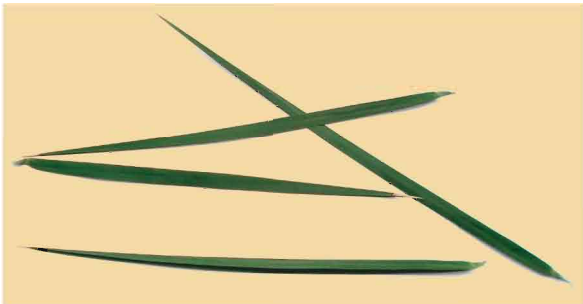

বিষয়বস্তু

৭.১.১ বিভিন্ন প্রকার উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুরা যেন শিল্পকর্ম তৈরি করতে শুধু মাত্র রঙ তুলি, কাগজ, পেন্সিলের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। বরং সহজলভ্য এবং সংগৃহীত যে কোনো উপকরণ দিয়েও যে শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক ধারণা দেবেন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো শিশুরা যেন চিনতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান হবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রকার উপকরণের সাথে পরিচিত করার জন্য শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে শিশুদের সামনে প্রদর্শন করবেন। উপকরণের সাথে পরিচয়ের পাশাপাশি কোথায় পাওয়া যায় এবং কিভাবে সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে শিশুদেরকে অবহিত করবেন। এই পাঠে পরিচিত হওয়া উপকরণগুলো পরবর্তী পাঠের সময় সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন

পরিচিত হওয়া অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কে শিশুরা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। গল্পের ছলে শিশুদের সাথে উপকরণের নাম এবং কি প্রকার শিল্পকর্ম তৈরি করা যেতে পারে তা উন্মুক্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন।

পাঠ–২

পূর্বের পাঠের ন্যায় এই পাঠেও শিশুরা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

শিখনফল

৭.১.১ শিশুরা তৈরি উপকরণ ছাড়াও তার কাজের প্রয়োজনানুসারে উপকরণ নির্বাচন এবং স্বার্থকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আরও বেশি আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

উপকরণ

ঝিনুক, নুড়িপাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো, নানা রকম ফলের বিচি ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

৭.১.১ বিভিন্ন প্রকার উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিশুরা উল্লিখিত উপকরণগুলো চিনবে এবং সেগুলো ব্যবহার করে শিল্পকর্ম তৈরি করা সম্পর্কে জানবে । উপকরণগুলোর বৈশিষ্ট্যানুসারে শিক্ষক সেগুলো ব্যবহারের সম্ভাব্য দিক নিয়ে আলোচনা করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

এই পাঠে পরিচিত হওয়া সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে সহজভাবে ছবি বা শিল্পকর্ম তৈরি করার পদ্ধতি শেখানোর জন্য শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক নিজের হাতে একটি শিল্পকর্ম তৈরি করে দেখাবেন। এছাড়া এই সব উপকরণ দিয়ে তৈরি কিছু শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদেরকে উৎসাহিত করবেন। শিশুদেরকে বাড়িতে এইসব উপকরণ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

এই পাঠটি শিশুরা কতটুকু আত্মস্থ করতে পারছে বা গ্রহণ করতে পারছে সে বিষয়ে শিক্ষক বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। সম্পূর্ণ পাঠটি শিশুরা যেন আনন্দের সাথে সম্পন্ন করতে পারে সেটা লক্ষ্য রাখবেন। কৌশলে প্রশ্ন করে জেনে নেবেন কোন উপকরণটি শিশুর নিকট তুলনামূলক আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা, পুতুল, পশু-পাখি ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।

শিখনফল

৮.১.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

৮.১.২ কাদামাটি দিয়ে পশুপাখি তৈরি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন- ৩টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির উপকরণ অর্থাৎ কাদামাটির সংস্পর্শে আসবে। স্বাধীনভাবে কাদামাটি নেড়েচেড়ে তার আঙুল দিয়ে টিপে ইচ্ছেমত আদল দেওয়ার চেষ্টা করবে।

শিখনফল

৮.১.১ শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাদামাটি দিয়ে খেলার ছলে নিজের পছন্দমত খেলনা তৈরি করতে পারবে।

উপকরণ

কাদামাটি।

বিষয়বস্তু

৮.১.১ মাটির তৈরি বিভিন্ন রকম খেলনা, মানুষ, পশু, পুতুল, গাড়ি, বিভিন্ন রকম ফল ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এই পাঠে শিক্ষক শিশুদের হাতে কাদামাটি দেবেন এবং তাদেরকে ইচ্ছেমতো নেড়েচেড়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন । এই কাদামাটি নিয়ে খেলতে খেলতে শিশুদের অজান্তে রূপ নেবে নানা রকম আকৃতির । এই ক্ষেত্রে শিশুদেরকে কোনো কিছু সঠিকভাবে তৈরি করতে চাপ সৃষ্টি না করে শিক্ষক নিজেই এক দলা কাদামাটি নিয়ে শিশুদের সামনে খেলার ছলে কোনো একটা খেলনা বা ফল তৈরি করে দেখাবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে খেলার ছলে কাদামাটি টিপে টিপে বিভিন্ন জিনিসের আদল ফুটিয়ে তোলার উদাহরণ দেখাবেন ।

মূল্যায়ণ

শিশুরা কাদামাটি দিয়ে খেলতে বা কোনো কিছুর আদল দিতে আগ্রহবোধ করছে কি-না কিম্বা কতটুকু আকৃতি দিতে পারছে শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। একটা বিষয় সচেতন থাকবেন যেন সব শিশু সমানভাবে বিষয়টিকে উপভোগ করতে পারে।

পাঠ–২

শিশুরা এই পাঠে কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার পুতুল ও পাখি তৈরি করার চেষ্টা করবে। নিজের ইচ্ছেমত যে কোনো রূপ দেবে।

শিখনফল

৮.১.২ শিশুরা তাদের খেলার বস্তু এবং তাদের দেখা বিভিন্ন প্রকার পাখির আদল বা ইচ্ছেমত নানা রকম রূপ দিতে পারবে।

উপকরণ

কাদামাটি।

বিষয়বস্তু

৮.১.২ পুতুল-বর-বউ, হাঁস, মুরগি বা ইচ্ছেমত যে কোনো রূপ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিশুদেরকে কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার পুতুল, পাখি ইচ্ছেমত আঁকার আকৃতি ইত্যাদির আদল দিতে উৎসাহ যোগাবেন। এক দলা কাদামাটিকে কিভাবে হাতের সাহায্যে টিপে টিপে মুহূর্তের মধ্যে বর-বউ, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি তৈরি করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক খেলার ছলে দেখাতে পারেন। তবে শিক্ষক দেখানোর চেয়ে শিশুকে নিজে নিজে করতেই বেশি মনযোগ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার সুযোগ করে দেবেন। বিভিন্ন প্রকার মাটির তৈরি পুতুল, পাখি ও তাদের ইচ্ছেমত রূপ–যত কিম্ভূত কিমাকারই হোক–তৈরি করে তা সাজিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করবেন। কোনটি সুন্দর, কোনটি কেমন দেখতে ইত্যাদি।

মূল্যায়ণ

শিশুরা বাস্তব জীবনে দেখা এবং তাদের কল্পনার মিশ্রণে যে সকল বস্তুর আদল দেওয়ার চেষ্টা করবে সেগুলোকে শিক্ষক সব সময় ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে উৎসাহিত করবেন। শিশুরা যেন তাদের তৈরি বস্তু প্রদর্শন করতে কোনো প্রকার লজ্জা বা ভয় না পায় সে বিষয়ে শিক্ষক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

পাঠ–৩

এই পাঠে শিশুরা কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার পশু, ঘর, বাড়ি, নৌকা বা তাদের কল্পনার বস্তু ইত্যাদির আদল দিতে চেষ্টা করবে।

শিখনফল

৮.১.২ শিশুদের দেখা বিভিন্ন প্রকার পশু, তাদের কল্পনার নানা রকম রূপ, বস্তু ও চেনা জগতের বিষয়কে কাদামাটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

উপকরণ

কাদামাটি।

৮.১.২ বিভিন্ন প্রকার পশু, ঘর, বাড়ি, নৌকা ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশুরা তাদের দেখা বিভিন্ন প্রকার পশু যেমন- কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, কল্পনার বস্তু ও রূপকে কাদামাটি দিয়ে আদল দিতে চেষ্টা করবে । যে বিষয়টি তার ভালো লাগে সেটি খেলার ছলে কাদামাটি টিপে টিপে আদল দিতে শিখবে । শিক্ষক গল্পের ছলে শিশুদেরকে এই সকল বস্তুর আকার ও আকৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাটির তৈরি বিভিন্ন প্রকার পশু, ঘর, বাড়ি, নৌকা, শিল্পীদের গড়া নানা রকম বস্তু ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে শিশুদের সামনে প্রদর্শন করবেন । শিশুদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে তাদেরকে পরিচিত পশু, পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন । পাশাপাশি তাদের তৈরি সামগ্রী সংরক্ষণ করে কিভাবে সাজিয়ে রাখা যায় বা খেলনা হিসেবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে ধারণা দেবেন । কুমার পাড়ায় নিয়ে গিয়ে মাটি দিয়ে কিভাবে তারা জিনিসপত্র বানায় তা দেখাবেন ।

মূল্যায়ন

শিশুরা কাদামাটি দিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো বস্তু বানাতে পারছে কিনা কিংবা এই মাধ্যমে কাজ করতে তার কোনো প্রকার অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটি শিক্ষক খেয়াল রাখবেন । প্রশংসা করে শিশুদের কাজের উদ্দীপনাকে আরও বেশি জাগিয়ে তুলবেন ।

নবম অধ্যায়

রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ রঙিন কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে ছবি বা নকশা তৈরি করা।

৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করা।

শিখনফল

৯.১.১ রঙিন কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে ছবি বা নকশা তৈরি করতে পারবে।

৯.১.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন- ২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা বিভিন্ন প্রকার রঙিন কাগজ, সাদা-কালো কাগজের টুকরো জোড়া দিয়ে বিভিন্ন রকম ছবি বা নকশা তৈরি করা শিখবে।

শিখনফল

৯.১.১ শিশুরা কাগজ, পেন্সিল, রঙ ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

রঙিন ও সাদা-কালো কাগজ, কাঁচি, আঠা।

বিষয়বস্তু

৯.১.১ ফুল, পাখি, নৌকা তৈরি করা ।

শিখন শেখানো কার্যাবলী

এই পাঠে শিশুরা সাদা অথবা যে কোনো রঙের কাগজের উপর অন্য কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে লাগিয়ে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর মধ্যে থেকে তাদের ইচ্ছেমতো ছবি বা নকশা তৈরি করা শিখবে । তারা কোন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করতে চায় সে বিষয়ে শিক্ষক কাজ শুরু করার আগেই জেনে নেবেন এবং কেমন করে কাজটি শুরু করলে সহজ হয় সে বিষয়ে আলোচনা করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিশুদেরকে কাজ শুরু করার পূর্বে পছন্দের বিষয়টি নির্দিষ্ট করার জন্য বলবেন। তারপর শিশুরা পেন্সিল দিয়ে সাদা বা পছন্দের কাগজের উপর খসড়া ড্রইং করে নিয়ে সেই কাজের রঙ, কৌশল ইত্যাদি শিক্ষকের পরামর্শে নির্ধারণ করে নেবে। তারপর শিশুরা ড্রইং করা কাগজের উপর বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে রঙিন কাগজ হাতের সাহায্যে ছিঁড়ে প্রয়োজনে কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে সুন্দর ছবি বা নকশা তৈরি করবে। তবে শিশুরা যদি কাগজ ছিঁড়তে বা কাটতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষক তাদেরকে সহযোগিতা করবেন, প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেই একটি ছবি তৈরি করে উদাহরণ হিসেবে শিশুদের দেখাবেন। একটা বিষয়ে শিক্ষকগণ অবশ্যই লক্ষ রাখবেন যেন শিশুদের ব্যবহৃত কাঁচি কোনোভাবে সূঁচালো না হয় এবং শিশুরা যেন কোনো প্রকার দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়। নানা রঙের কাগজ ছিঁড়ে, বিভিন্ন আকৃতির টুকরোগুলো কাগজে লাগিয়েও সুন্দর ছবি তৈরি করতে শিক্ষক শিশুদের উৎসাহ দেবেন। ছবিটা কোনো দৃশ্য বা কোনো বস্তুর সাথে মিল না হলেও সুন্দর ছবিতো হতে পারে।

মূল্যায়ণ

পঠিত বিষয়টি শিশুরা আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দের সাথে করতে পারছে কিনা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। শিশুরা কাজ সম্পন্ন করলে শিক্ষক সব কাজগুলো সাজিয়ে বা দেওয়ালে ঝুলিয়ে শিশুদেরকে সকলের কাজ দেখতে বলবেন এবং নিজের কাজসহ অন্যদের কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে উৎসাহিত করবেন। তবে শিশুরা যেন কোনোভাবে শিক্ষকের মন্তব্যে ব্যথিত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ রাখবেন।

পাঠ–২

এই পাঠে শিশুরা সংগ্রহ করা বিভিন্ন রঙের বা প্রিন্টের কাপড়ের টুকরো শক্ত বোর্ড বা কাগজের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইচ্ছে মতো নকশা তৈরি করবে।

শিখনফল

৯.১.২ রঙিন টুকরো কাপড় শক্ত বোর্ড বা কাগজের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নকশা তৈরি করে তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারবে।

উপকরণ

শক্ত কাগজ বা বোর্ড, বিভিন্ন রঙের বা প্রিন্টের টুকরো কাপড়, কাঁচি, আঠা ইত্যাদি ।

বিষয়বস্তু

৯.১.২ ফুল, পাখি, নৌকা ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত হওয়ার আগে এই পাঠের জন্য টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি করা কিছু নকশা বা ছবি তৈরি অথবা সংগ্রহ করবেন এবং শিশুদেরকে এই বিষয়ে ধারণা দেবেন । তারপর শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বা উন্মুক্ত মাপের শক্ত কাগজ বা বোর্ডের উপর তাদের সংগ্রহ করা রঙিন কাপড়ের টুকরো আঠা দিয়ে লাগিয়ে নকশা বা ছবি তৈরি করবে । নানা রঙের ছেঁড়া, কাটা, ছোট-বড় কাপড়ের টুকরা কখনো যেভাবে আছে সে রকম, কখনো এক-আধটুকু কেটে-ছেঁটে, বোর্ডে, শক্ত কাগজে বা অন্য একটি ভারী কাপড়ে আঠা দিয়ে সুন্দর রঙিন ছবি তৈরি করবে । একটি ছবি বা নকশায় একাধিক রঙ বা প্রিন্টের কাপড় ব্যবহার করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজটি সম্পন্ন করবে ।

পরিকল্পিত কাজ

সম্পূর্ণ কাজটি শিশুদের উপযোগী করে যথাসাধ্য সহজভাবে সমাধা করার বিষয়ে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। শিশুদের উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষক নিজেই তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন এবং আঠা লাগানোসহ প্রয়োজন মতো কাপড় নির্বাচন করায় সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ন

কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে শিক্ষক সেগুলো সাজিয়ে সকল শিশুদের সামনে প্রদর্শন করবেন এবং প্রশংসামূলক উক্তির মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করবেন। 'সব কাজ ভালো হয়েছে তবে পরবর্তীতে আরও ভাল করতে হবে' এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের অনুপ্রেরণা যোগাবেন।

দশম অধ্যায়

পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো, সূতা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে সখের জিনিস তৈরি করা।

শিখনফল

১০.১.১ নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, পুতি, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে চরকা, ঘড়ি, চশমা, বাঁশি, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন-২টি পাঠ

পাঠ–১

এই পাঠে শিশুরা হাতের নাগালে পাওয়া এবং তুলনামূলক অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে দৃষ্টিনন্দন, সৌখিন এবং ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা শিখবে।

শিখনফল

১০.১.১ শিশুরা তুলনামূলক অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন খেলনা বা ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করে তাদের সৃষ্টিশীল মনের প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

১০.১.১ চরকা, ঘড়ি, চশমা, বাঁশি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশুরা হাতের নাগালে পাওয়া কাঁচা বা শুকনো খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা ও পাটখড়ির সমন্বয়ে বিষয়বস্তুতে উল্লেখিত জিনিসগুলো তৈরি করবে। শিশুদের ধারণা প্রদানের জন্য শিক্ষকগণ এই উপকরণের মাধ্যমে তৈরি বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন এবং নিজে তৈরি করে শিশুদেরকে এই কাজে উৎসাহিত করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষকগণের সহযোগিতায় শিশুরা যে সব খেলনা বা জিনিসপত্র তৈরি করবে শিক্ষকগণ সেইসব জিনিস শিশুদের হাতে দিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন । সে ক্ষেত্রে শিশুরা নিজের তৈরি খেলনা দিয়ে খেলতে পারে আবার অন্যজনের তৈরি খেলনা দিয়েও খেলতে পারে সেই বিষয়ে শিক্ষক পরামর্শ দেবেন । শ্রেণিকক্ষে শেখা জিনিসপত্র শিশুরা যেন বাড়িতে তৈরি করে এবং নতুন কিছু তৈরি করতে উৎসাহ প্রদান করবেন ।

মূল্যায়ণ

এই অধ্যায়টি শিশুদের উপযোগী হচ্ছে কিনা শিক্ষকগণ পর্যবেক্ষণ করবেন । শিশুরা শ্রেণি কক্ষে শেখা বস্তুগুলো বাড়িতে নিজে নিজে তৈরি করতে পারছে কিনা সেটা লক্ষ্য করবেন । যদি কোনো শিশু এই পাঠের পূর্ণ সুফল না পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে কোনো প্রকার নেতিবাচক উক্তি না করে তার সমস্যা নিরসনে সচেষ্ট হবেন ।

পাঠ-২

পূর্বের পাঠের ন্যায় এই পাঠেও শিশুরা হাতের নাগালে পাওয়া এবং তুলনামূলক অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে তাদের ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র বা খেলনা তৈরি করা শিখবে।

শিখনফল

১০.১.১ অপ্রয়োজনীয় বা পরিত্যক্ত বস্তু ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম আকর্ষণীয় ব্যবহার্য বা সাজ-সজ্জার উপযোগী জিনিসপত্র তৈরির মাধ্যমে শিশুরা অনুসন্ধিৎসু এবং সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে।

উপকরণ

ঝিনুক, নুড়িপাথর, পুতি, সূতা, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরা, আঠা, রঙ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

১০.১.১ মালা, পুতুল, নক্শা ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট উপকরণের মাধ্যমে তৈরি করা বিভিন্ন জিনিসের ছবি অথবা বাস্তবে প্রদর্শন করে শিশুদের মনের জগৎকে প্রসারিত করবেন । এর মধ্যে কোন জিনিস শিশুদের ভাল লেগেছে সে বিষয়ে আলোচনা করে শিশুদেরকে তাদের ইচ্ছেমত জিনিসপত্র তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন । শিক্ষক নিজে শিশুদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন এবং নতুন কিছু তৈরি করে দেখাবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষের সকল শিশুকে একই রকম জিনিস তৈরিতে উৎসাহিত না করে তাদের পছন্দমত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করতে উৎসাহ যোগাবেন । সম্পূর্ণ কাজটি শেষ হলে তাদের তৈরি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস একত্রিত করে সকলের সামনে প্রদর্শন করবেন । তাতে করে একে অপরের প্রতিভা এবং নান্দনিকবোধ আদান প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে । শ্রেণিকক্ষে শেখা বা দেখা জিনিসগুলো শিশুদেরকে বাড়িতে তৈরি করতে উৎসাহ যোগাবেন ।

মূল্যায়ণ

এই পাঠের মাধ্যমে শিশুরা তাদের প্রতিভা, কর্মস্পৃহা কতটুকু প্রকাশ করতে পারছে শিক্ষকগণ পরখ করে দেখবেন । অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবেন ।

সমাপ্ত